প্রথম আলো

13 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে না

মানসুরা হোসাইন ●

বছরের শুরুতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নেওয়ার সুযোগ পায়নি। বছরের মাঝামাঝি এসেও তাদের হাতে পুরোনো বই পৌঁছায়নি।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পাঠ্যবইয়ের সংকট থাকে সব সময়। পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন হলে সেই সংকট চরমে ওঠে। এই সমস্যা সমাধানে সমাজকল্যাণ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকর উদ্যোগ নেই।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি রজব আলী খান *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার মূলধারার স্কুলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য একীভূত (ইনক্লুসিভ) শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। মূলধারার স্কুলে অন্য শিক্ষার্থীরা নতুন বই পায়, কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা পায় না। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুরা সীমিতসংখ্যক বই পেলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিশুরা পায় না।

জানা গেছে, দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থী বা শিক্ষক বই পড়েন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা তা শুনে ব্রেইলে লিখে নেয়। অনেকে ক্যাসেটে রেকর্ড করে। একটি ব্রেইল প্রিন্টারের দাম কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা।

সরকারি সূত্র বলছে, ৬৪ জেলায় সরকারের সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া পাঁচটি বিভাগে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পাঁচটি স্কুলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক ছাত্রের অভিভাবক রুমা লায়লা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছেলের বইয়ের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বছরের অর্ধেক শেষ।' তিনি ১২টি বইয়ের মধ্যে তিনটি বই ব্রেইলে করতে পেরেছেন। এ জন্য এক হাজার ২০০ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান তিনি।

রুমা লায়লার ছেলে নগরের বিলক্ষেতে জ্ঞানে আলম সরকার উচ্চবিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। স্কুলটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের ঢাকা জেলার সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায়। অসুস্থ হওয়ায় ছেলে ছাত্রাবাসে না থেকে বাসায় থাকছে। এ কারণে স্কুলের ব্রেইল বই পড়তে পারছে না।

জানা গেছে, আন্তর্জাতিক সংগঠন সাইটসেভারসের সঙ্গে সমাজসেবা অধিদপ্তরের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়ে চুক্তি আছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রাথমিকের এবং সাইটসেভারসের মাধ্যমিকের বই সরবরাহ করার কথা। তবে অধিদপ্তর বা সাইটসেভারস সব বই সরবরাহ করছে না। পাঠ্যবই পরিবর্তন হলে প্রতিষ্ঠান দুটি কখনোই বই সময়মতো সরবরাহ করতে পারে না।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের টঙ্গীতে একটি ব্রেইল প্রেস আছে। ওই প্রেস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে একটি প্রকল্পের আওতায় তিনটি কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্রেইল প্রিন্টার চালু করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এগুলো নষ্ট। প্রকল্প শেষে জনবল রাজস্ব খাতে গেলেও প্রিন্টারগুলো মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি সরকার।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান) ও প্রতিবন্ধী বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুমা আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, টঙ্গীর ব্রেইল প্রেসের ম্যানুয়েল প্রিন্টারে প্রথম শ্রেণীর বই ছবিসহ ছাপানো যাচ্ছে না। গণিত, ধর্মসহ আরও কয়েকটি বই ছাপানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, সাইটসেভারস উন্নতমানের ব্রেইল প্রিন্টার আনলে সমস্যার সমাধান হবে।

মিরপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুলের অধ্যক্ষ সিলভিয়া শান্তশ্রী মজুমদার বলেন, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে। চলতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীর সাতটি পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন এসেছে। নতুন বইগুলো ব্রেইলে করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আগামী বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের মোট ৭৬টি বইয়ে পরিবর্তন আসছে। কিন্তু সরকার বা বেসরকারি সংগঠন দেশের এক হাজারের বেশি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার এখনো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই তুলে দিতে পারছে না। বিষয়টি সরকারের জানা এবং এ নিয়ে সরকার ভাবছে।